পদক ও ইজ্জতের বাটখারা

বনি আমিন

কেউ আর পিছিয়ে নেই। সোনা - চান্দি বা কড়ি দিয়ে নয়, শুধুমাত্র সোনারঙ-চুবানো একখন্ড ধাতুর উপর চান্দির প্রলেপে নিজের নির্বাচিত একটি নাম ও সন বসিয়ে একটি ট্রফি বানিয়ে নিলেই ব্যাস হয়ে গেল বছরের সেরা পুরষ্কারের প্রতীক। আধুনিক যুগে এখন প্রায় প্রতিটি ঘরে রঙিন ছাপা-মেশিন থাকে। আর তাতে দু'দশক আগের স্কুল/কলেজের 'প্রশংসা পত্র' থেকে দু'চার শব্দ টুকলিফাই করে বসিয়ে, ঝট-পট ছাপিয়ে ফেল্লেই বছরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের গলায় ঝুলানোর জন্যে 'পদক সনদ' তৈরী হয়ে যায়। রেডিও-চোঙা থাকলে ভালো কথা, না থাকলে কোন কমিউনিটি পত্রিকায় 'পদক' বিতরন বিষয়ে দুকলম প্রচারবানী ছেড়ে দিলেই হলো। সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল, বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক যোশেফ পুলিৎসার অথবা ফিলিপাইনের গনতন্ত্রের প্রবাদপুরুষ প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ম্যাগসাসাই এর নামে ঘোষিত বিশ্ববিখ্যাত পুরষ্কার ও পদকগুলো যেন ম্লান হয়ে যায় এ সকল তথাকথিত 'শ্রেষ্ঠ' বাংলাদেশী পদক ও সনদের ভিড়ে।

বাংলাদেশে কোরবানী'র ঈদের হাটে চকচকে সুন্দর ও তাজা গরু গুলোকে 'বছরের শ্রেষ্ঠ গরু' দাবী করে গলায় মালা ও একখানি পরিচিতির সনদ ঝুলিয়ে এর পশ্চাদদেশে 'চুমো' দিতে দিতে যেমনি করে সারি বেঁধে ওদের ঠাঁই খাড়া করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে সিডনীতেও আজকাল বাংলাদেশী সমাজে 'পদক' বিতরনের নামে কিছু নিরীহ ও নির্বোধ দ্বিপদ প্রাণীদের অহেতুক শ্রেষ্ঠত্বের 'তবক' ঝুলানোর জন্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। সিডনীতে বাংলাদেশী সমাজে 'নিশানে হায়দার' অথবা 'পদ্মশ্রী' পদক বিতরনের এক মহাযজ্ঞ চলছে এখন। ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশী মিশনও এ মহতী (!) কাজে পিছিয়ে নেই। তারাও একগুচ্ছ ফুল ও একখানি প্রশংসা সনদ দিয়ে রাজধানী অঞ্চলের কয়েকজন বাংলাদেশীকে চলতি বছরের 'শ্রেষ্ঠ' বলে আখ্যায়িত করেছে।

কোরবানীর ঈদে চট্টগ্রামের বিখ্যাত বিবিরহাট গরু বাজারে ২০০৫ সনের শ্রেষ্ঠ গরু

বছরের 'শ্রেষ্ঠ অমুক', 'শ্রেষ্ঠ সমুক' বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে এখন যত্রতত্র 'পদক' বিতরন অনুষ্ঠানের প্রচার চালানো হয়। সে অনুষ্ঠানগুলোতে আবার দেখা যায় পদক হস্তান্তরের উছিলায় নিজের বদনখানি দেখানোর জন্যে প্রবাসী সমাজের তথাকথিত কিছু গন্যমান্য বাংলাদেশী জ্ঞানী-ভুত হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসেন। 'সমান অধিকার' বলে কথা। কাকে চেয়ারে, আর কাকে পিঁড়িতে বসানো হবে এ নিয়েও গোপনে বেশ 'সামাজিক দর কষাকষি' চলে। তাই অনুষ্ঠানে কার প্রশংসা করতে কার মানভঙ্গ হয় সেদিকেও আয়োজকদের থাকে

সর্তক দৃষ্টি। এধরনের উদ্দেশ্যমূলক ও 'চাটুকারী' অনুষ্ঠানগুলোতে একজনকে 'সভাপতি' হিসেবে নিমন্ত্রণ করা হলে আরেকজনকে সম্মানের সাথে 'বিশেষ অতিথি' বলে ডেকে এনে খুশি করা হয়। এভাবে 'প্রধান বক্তা', 'বিশেষ বক্তা', 'প্রধান অতিথি' ও 'আজকের অতিথি' বলে বিভিন্নজনকে তুষ্ঠ করার জন্যে একই অনুষ্ঠানে নানারকমের অদ্ভুৎ ক্ষনস্থায়ী পদবী সৃষ্ঠি করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিরাও এতে থাকে খুশিতে 'বাক-বাকুম'। ষাঁড়ের মত বুক ফুলিয়ে এবং জিরাপের ন্যায় গ্রীবা উঁচিয়ে মহামান্য অতিথি অহেতুক ঠোঁঠে মুচকী হাসির রেষ রেখে আড় চোখে ক্ষনে ক্ষনে ডান-বাম দর্শকদের মাঝে 'নেক-নজর' দিয়ে থাকেন। আর অধিষ্টিত মঞ্চ থেকে যদি দর্শকসারীতে সামনে বসা খেমটা-মুখী সহধর্মিনীর চোখাচোখি হয়, তবেতো কথাই নেই। সামাজিক দাঁড়িপাল্লাতে ইজ্জতের বাটখারায় 'দুর্মুখ স্ত্রী'র সামনে নিজেকে পরিমাপ করতে পেরে হাঁটু-উচ্চ সমান মঞ্চে অধিষ্টিত অতিথি 'যোগ্য-শিকারী' ভেবে ভেতরে ভেতরে নিজেকে মহা উত্তেজিত করে রাতে ঘরে ফিরে 'বিড়াল মারার' ফন্দি আঁটে!

সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজে পদক প্রদানের এ প্রহসন বেশ অনেক বছর ধরেই চলছে। কানে তালা আর মুখে খীল দিয়ে প্রতিবাদহীন সুশীল সমাজ নীরবে সয়ে যাচ্ছে সামাজিক এ অত্যাচার। যন্ত্রনার এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে বাংলাদেশী সমাজের একটি অংশ ধীরে ধীরে মূলধারা থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। যারা 'ত্রাচে' ভর দিয়ে নড়বড়ে মাটিতে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন তারাও 'দু কথা' বলা অথবা 'দু কলম' লেখার জন্যে এগিয়ে আসতে সাহস পায়না, পাছে নেতা/পাতি নেতারা তাকে সমাজচ্যুত করে ফেলে।

সম্প্রতি কর্ণফুলী'র একটি অনুসন্ধানী দল প্যারমাট্টা রোড, ক্রয়ডন ও জর্জেস রীভার রোড, এ্যাশফীল্ড (বৃহত্তর সিডনীর দুটি অঞ্চল) এ অবস্থিত দু'টি ট্রফি দোকানে 'কোটেশন' যাচাই করে দেখেন যে মান্দারগাছের কাষ্ঠ খন্ডের উপর পেরেক মারা এবং চান্দি-ঘঁষা ও সোনারঙ আবরনে লেপ্টানো তথাকথিত এ পদকগুলোর প্রতি পীসের সর্বোচ্চ গড়মূল্য ৩২ ডলার ১৭ সেন্ট! অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ও বৃহত্তর ষ্টেশনারী দোকান 'অফিস ওয়ার্কস' এ খোঁজ নিয়ে জানা যায় কাগজের মান ভেদে 'এ-ফোর' সাইজের এক পৃষ্ঠার রঙিন কাগজে সনদ ছাপানো ও লেমিনেশন সহ সর্বচ্চো খরচ হয় একহালি ডলার মাত্র! সব মিলিয়ে একেকটি পদকের গড়মূল্য দাঁড়ায় মাত্র ৩৬ ডলার ১৭ সেন্ট! ভেবে অবাক হতে হয়, এত অল্পতেই একজনের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া যায় বার্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের তথাকথিত 'খেতাবী সনদ'!

হাতের কড়ে গনা 'অতি স্বদেশী' ও 'আবেগ-ভান্ডারী' কিছু সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী এ পদক প্রদানের পক্ষে একধরনের ইতিবাচক দিক খুঁজে নিতে চেষ্টা করেন। বলেন, প্রবাসে দেশের মুখ উজ্জল করতে বিভিন্ন উপায়ে সকলকে উৎসাহীত করার জন্যে এ ধরনের পদক প্রচলন অব্যাহত রাখা দরকার। সিডনীতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগে এ পর্যন্ত প্রায় দেড় গোন্ডারো অধিক 'পদক' প্রবর্তন হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে কোন পদকের বিপরীতে আর্থিক মূল্যমান (প্রাইজ মানি) এক কানা কড়িও নেই। যিনি বা যারা খরচা করে অন্যকে পদকে ভুষিত করছেন সেই পদক-দাতাদের পকেটও ঠন-ঠন। ঘামঝরা উপার্জিত পয়সায় বাড়ী'র ঋনের কিস্তি পরিশোধ এবং সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক খরচাতে কঠিন প্রবাসে

এমনিতে হিমসিম খেয়ে একাকার, তার উপরে 'পদক' প্রদান করে অন্যের মুখের হাসি খরিদ করা এ যেন নিষ্ঠুর এক 'স্বপ্ন বিলাস'। লোক জড়ো করে খাঁ খাঁ খোলা মাঠে ভাঁড়ের মত এই নিরীহ দ্বিপদ প্রানীদের হাতে শ্রেষ্ঠত্বের পদক ধরিয়ে দিয়ে দায় সারা করেন এ 'পদকি সংগঠন' ও ব্যক্তিগুলো। মাঁদার গাছের কাষ্ঠখন্ডের উপর বসানো সোনালী 'ইমিটেশন' এর একটি ঠুনকো প্রতীক দিয়ে নামকুড়ানোর ধান্দায় ফন্দি করে ব্যানার সর্বস্ব এ সংগঠনগুলো। একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে যে সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে আরেক ধাপ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করার জন্যে 'আলোকিত পদক' নামে অতি সহসা পদকের হাট-বাজারে আরেকটি চমক হাজির হচ্ছে।

মেলার ভীড়ে ক্রোন্দরত শিশুর হাতে 'বাতাসা' দিয়ে তাকে শান্ত করা অথবা 'পরিচিতি বুভুক্ষা' কাউকে পদক দিয়ে ইতিবাচক কাজে উৎসাহিত করা মোটেই মন্দ নয়। তবে শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচনে কিছু নিয়মনীতি সকলের মেনে চলা দরকার এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের সন্মানার্থে প্রতিটি পদকের বিপরীতে কিছু আর্থিক সম্মানী থাকা অতিআবশ্যক বলে অনেকে দৃঢভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। 'শ্রেষ্ঠ' ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা বা মনোনয়ন নেয়ার জন্যে একটি চরিত্রবান নির্বাচন কমিটি গঠন করা দরকার, যে কমিটির সদস্যরা তাদের জ্ঞান, রুচী ও শিক্ষা-দীক্ষায় হবেন সার্বজনিন। আর তা নাহলে তথাকথিত এ পদকের অবস্থা হবে 'চরিত্রহীন' মেজিষ্ট্রেট অথবা 'ঘুষখোর' থানার ও-সি থেকে 'চরিত্রের সনদপত্র' নেয়ার মত। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে এ সকল পদক কে দিচ্ছেন, শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড কি, কিভাবে তারা শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচন করছেন অথবা শ্রেষ্ঠত্বের সংজ্ঞা ঐ সকল সংগঠন বা ব্যক্তিরা আদৌ বুঝেন কিনা। আমরা আশা করবো সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশীরা অদুর ভবিষ্যতে এ 'পদকি-যন্ত্রনা' থেকে পরিত্রান পেয়ে সঠিক পথে এগিয়ে যাবেন এবং সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশীদের জন্যে সার্বজনীন একটি নামে শুধু একটি পদক অষ্ট্রেলিয়াতে প্রবর্তন করবেন।

বনি আমিন, সিডনী